সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সহকারী সম্পাদক
বদরুল আলম নাবিল
জব্বার হোসেন
প্রতিবেদক
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান
হাসান মূর্তাজা, খোন্দকার তাজউদ্দিন
সহযোগী প্রতিবেদক
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল
খোন্দকার তানভীর জামিল

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
সালাহ উদ্দিন টিটো

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, ফাহিম হুসাইন, মহিউদ্দিন নিলয়, মাiফ রনি, হাসান জামান, জুটন চৌধুরী সাজিয়া আফরিন, মাহমুদ রাজু, টিটো রহমান

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর
বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুন নেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
প্রধান গ্রাফিক ডিজাইনার
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব, সোহেল রানা রিপন
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

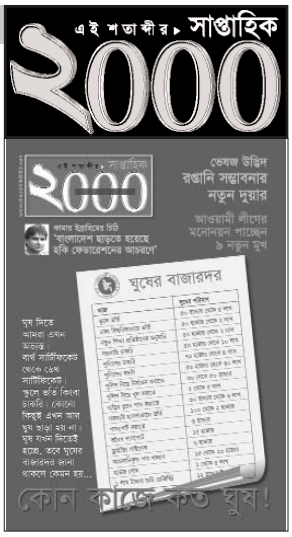

8 el 18 msL¨v 9 †m‡Þ¤i 2005

আগেভাগে দর জেনে বাজারে যাওয়ার সুবিধা অনেক। এতে ঠকার সম্ভাবনা কমে। কমে শ্রম ও সময়ের অপচয়। কাজেই বাজারদর জানতে আমরা চোখ রাখি পত্রিকার পাতায়।

ঘুষ দেয়া-নেয়ার অনুশীলন আমরা করছি বহুদিন। সহস্রাধিককাল আগে ব্যাবিলনের হাম্বুরাবির কোডে কিংবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঘুষের 'প্রয়োজনীয়তার' কথা বলা হলেও, ঘুষ দেয়া-নেয়াকে আমরা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছি, এমন দাবি করতেই পারি। স্বীকৃতিও যথারীতি পেয়েছি। আমাদের গলায় ঝুলছে দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের খেতাব।

আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ঢেকে যাওয়া বাংলাদেশে ঘুষ এখন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার। শীর্ষ রাজনীতিক, উচ্চপদস্থ আমলা কিংবা অফিসের কেরানি-চাপরাশি ঘুষকে একবাক্যে 'হ্যাঁ' বলছে সবাই। শুধু তাই নয়, ঘুষ দিয়ে বিচিত্র কার্য সমাধা করছি আমরা। পুলিশকে ঘুষ দিচ্ছি মানুষ মারার জন্য। ১৫ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে তৈরি করছি অবৈধ পাসপোর্ট। লক্ষাধিক টাকা ঘুষে বাগিয়ে নিচ্ছি সরকারি চাকরি। ঘুষ দেয়া-নেয়ার এই তালিকা দীর্ঘ।

ঘুষ-দুর্নীতি নিয়ে আমরা গলা ফাটিয়েছি অনেক। সভা-সেমিনার করেছি। কাজ হয়নি। ঘুষ ছিল, আছে এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও থাকবে। দিনে দিনে ঘুষের বাজার চাঙা হচ্ছে। এই বাজারের সওদাগর আমরা সবাই। ঘুষের টাকায় কিনছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যটি। কাজের ধরন ভেদে বদলে যাচ্ছে ঘুষের হার। কিন্তু ঘুষে 'কাজ' হচ্ছে। ঘুষের জন্য আলাদা বাজেট করতেই হচ্ছে।

এমতাবস্থায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর উপলব্ধি, ঘুষের বাজারদরটা সবারই জানা থাকা প্রয়োজন। এতে শ্রম ও সময়ের অপচয় হবে না। দেশ নিয়ে যারা ভাবেন তারাও চমৎকৃত হতে পারেন এই ভেবে যে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই এগিয়ে যাওয়া আসলে কোন পথে?